জুবিলী হাউজ-এক মহান ত্যাগের ফসল

জুবিলী হাউজ আমাদের গর্ব ও ত্যাগের ফসল। বিগত ১৯৮৬-১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের প্রানপ্রিয় সমিতি ২৫ বছর পূর্ণ করে। সমিতির ২৫ বছরের পূর্তি উৎসব পালন করার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি ছিল আমাদের। এর জন্য একটি তহবিলও জমা করা হয়েছিল। আমাদের প্রচন্ড ইচ্ছা ছিল ২৫ বছরের উৎসবকে যাকজমকের সহিত পালন করার। এমন সময় আমাদের সামনে নতুন চমক ও প্রস্তাব নিয়ে এলেন আমাদের প্রান প্রিয় শিক্ষক নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স। তিনি বললেন, জুবিলী পালন করবেন, ভাল কথা। তহবিলের সমস্ত টাকাটাই দু-এক দিনের অনুষ্ঠানে খরচ হয়ে যাবে। অথচ আপনাদের নিজিস্ব কার্যালয় নেই। আপনারা অন্যের দেয়া রুম কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করছেন। জুবিলী করার চেয়ে বরং জুবিলীর টাকা দিয়ে একটি কার্যালয় স্থাপন করেন যেখানে বসে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবেন। সদস্যগণ বসতে পারবেন, আপনাদের সাথে তাদের দুঃখ কষ্ট সহভাহিতা করতে পারবেন। সমিতির জিনিষপত্র সঠিকভবে রণাবেক্ষণ করতে পারবেন। শ্রদ্ধেয় স্যারের সেই প্রস্তাবে আমাদের তৎকালীন বোর্ড আনন্দের সহিত গ্রহন করলেন এবং উপদেষ্টা ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জুবিলীর টাকায় তৈরী হবে আমাদের নিজিস্ব কার্যালয়। সেই থেকে যাত্রা শুরু আমাদের জুবিলী হাউজের। পরবর্তীতে স্থানীয় পাল পুরোহিতের সহায়তায়, মহামান্য আর্চ বিশপের নিকটা প্রস্তাব রাখা হয় যেন চার্চ এর সীমানার মধ্যে একটু জমি দেওয়া হয় সমিতির নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করার জন্য। তৎকালীন মহামান্য আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও সমিতির অগ্রযাত্রায় সামিল হলেন। তিনি তার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন মিশন সীমানার মধ্যে বর্তমানে যে জায়গায় সমিতির কার্যালয় রয়েছে সেখানে যেন সমিতির স্থায়ী কার্যালয় স্থান করা হয়। তারপর শুরু হলো সমিতির কার্যালয় স্থাপনের কাজ। ফলোশ্রুতিতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগষ্ট প্রতিষ্ঠা হয় সমিতির বর্তমান কার্যালয় এবং নাম দেয়া হয় জুবিলী হাইজ। কেননা জুবিলী তহবিল দিয়ে তৈরী করা হয় আমাদের এ গর্বের অফিস, যা ভাওয়াল এলাকায় কোন ঋণদান সমিতির প্রথম স্থায়ীকার্যালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী ২০০৭-২০০৮ অর্থ বৎসরে এর আকার বৃদ্ধি করা হয় এবং বর্তমান রূপ লাভ করে।

সমবায় দর্পণ-প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের বহুদিনের কাঙ্খিত প্রকাশনা সমবায় দর্পণ। আমার স্পষ্ট মনে পরে, বহু বছর ধরে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর একটি সমবায় মুখপত্র থাকবে। প্রায় প্রতি বছর বার্ষিক বাজেটে এর জন্য বরাদ্দ রাখা হতো এবং প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভাতেই দেখা যেতো যে, এ খাতের টাকা অব্যয়িত। কারন সমবায় মুখপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বরাবরের মতোই বলা হলো এবারে হয়নি, আমরা আগামী বার অবশ্যই প্রকাশনা বের করবো। আমাদের আবারও বরাদ্দ দেওয়া হোক। বরাদ্দ দেয়া হলো মুখপত্র প্রকাশ হয়নি।

অবশেষে প্রকাশিত হলো আমাদের সমবায় দর্পণ, আমাদের সমিতির মুখপত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ। পূরণ হলো একটি স্বপ্ন। রচিত হলো একটি অধ্যায়। সালাম সেই সাহসী যোদ্ধাদের, যারা আমাদের বার বার ব্যর্থ হবার বদনাম থেকে রক্ষা করেছেন। সমবায় দর্পণের প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন মিঃ উইলসন এস রিবেরু, সম্পাদক ছিলেন- মিঃ বিন্দু সুমন রোজারিও, সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন- মিঃ রনি আন্তনি রোজারিও, মিঃ রনি রিচার্ড ছেড়াও, মিঃ বকুল রোজারিও, মিঃ সুব্রত মাইকেল রোজারিও এবং মিঃ স্ট্যানিলাস সোহেল রোজারিও। সহযোগিতায় ছিলেন- মিঃ লিটন রিচার্ড ক্রুশ, মিঃ রঞ্জন পেরেরা এবং মিঃ রিংকু এল রোজারিও। মূদ্রিত সংখ্যা ৫০০ কপি, এটি একটি ষান্মাসিক ধারাবাহিক মুখপাত্র। বর্তমানে ডিরেক্টর মি: বকুল রোজারিও এর সম্পাদনায় সমবায় দর্পণ প্রকাশনা অব্যাহত আছে।

নতুন গির্জা ও আমাদের অংশ গ্রহণ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত আমাদের গির্জা ঘর ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে উঠেছিল বিগত কয়েক বৎসর আগেই। আনেক বছর থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছিল নতুন গির্জা তৈরীর টাকা জোগার করার ব্যাপারে। অবশেষে গির্জা তৈরী শুরু করা হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এবং নির্মাণ কাজ শেষও করা হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এবং ৪ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে গির্জা উদ্ভোধন করা হয়।

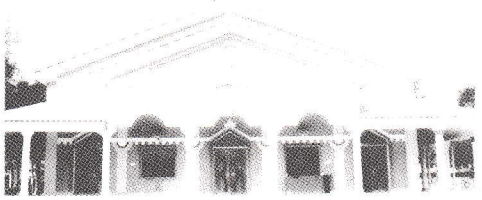

মঠবাড়ী নতুন গির্জার ছবি